অতএব মায়ার আশ্রয় স্বীকার করিতেই হইবে। সেই আশ্রয়টীও ভগবান। যেহেতু শ্রীভগবদ্গীতায় "মম মায়া দুরত্যয়া—এই উল্লেখ থাকায় মায়াটী যে ভগবানেরই শক্তি, তাহা বেশ বুঝাই যাইতেছে। শ্রীভগবানের প্রতারণা-শক্তির নামই মায়া, অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া আমরা সত্যবস্তুকে অসত্য, সুখকে দুঃখ, পরকে আপন, জড়কে চেতনবুদ্ধি তারই নাম মায়া। যদ্যপি মায়া জড়াপ্রকৃতি, চিৎপ্রকৃতি জীবকে আবরণ করিতে ক্ষমতা তাহার নাই, তথাপি পরমেশ্বরের আজ্ঞাশক্তিসম্বলিত হওয়ায় তাহার সেই ক্ষমতাটী প্রকাশ পাইয়াছে। মায়া বিনাদোষে জীবের স্বরূপাবরণ করে নাই; যে জীব ঈশ্বরবহির্মুখ, সেই জীবেরই প্রতি মায়া নিজের প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব, যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরবহির্মুখতা নিবৃত্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মায়াকৃত আবরণ-নিবৃত্তির অন্য কোনও সম্ভাবনা নাই। অতএব, যখন ঈশ্বরের মায়াকর্ত্তৃক স্বরূপাবরণ-জন্যই জীবের ভয়াদি উপস্থিত হইয়াছে, তখন বুদ্ধিমানজন সেই ঈশ্বরকেই ভক্তি করিবে; তাঁহার অনুগ্রহেই মায়ার নিবৃত্তি ঘটে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতাও বলেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার চরণে শরণ লইতেছে, তাহারা আমার এই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে উত্তীর্ণ হইতেছে। লৌকিকী মায়াতেও দেখা যায়—মায়াবীর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, মায়া-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারা যায় না। যেমন—কোনও একটী ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিদ্যায় অনেক কুহক দেখাইতেছে, অনেক সুশিক্ষিত লোকও সেই কুহকে বিমুগ্ধ হইতেছে। ঐ লোক যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ঐন্দ্রজালিকের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যাদি প্রভাবে মায়িক রহস্যভেদে সমর্থ হইতে পারে না। তেমনই পরমেশ্বরের শরণাগত না হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যার বলে মায়ার আবরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বরের ভক্তিটীও অব্যভিচারিণী হওয়া চাই। যেমন—অব্যভিচারিণী সতী রমণী নিজের পতিটী ছাড়া অন্য কোথাও মনের সঙ্কল্প করে না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সঙ্কল্প না থাকার নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেই ভক্তিটী পাইবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুচরণের সেবা করা অর্থাৎ শ্রীগুরুই যাহার ঈশ্বর অর্থাৎ পরমারাধ্য এবং পরমপ্রিয়, সেই জনই শ্রীকৃষ্ণচরণে অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভের অধিকারী।